"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত একজন মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ অর্জন করার পদ্ধতিঃ

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত একজন নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) সকলকে ভালবেসে তাঁদের কোন একজনের বিরোধিতা না করে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণ করে, পরস্পরপর বিরোধী হাদিস শরীফসমূহের মধ্যে নিজ থেকে কোন নতুন সিদ্ধান্ত না দিয়ে নবী আলাইহিমুস সালামগনের "ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শন" স্বরূপ কোন অজানা বিষয়ে চুপ থেকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশায় মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ " وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوْحَى" (অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না", ছুরা নজম, আয়াত নং-৩ এর আলোকে অনুপ্রাণিত হয়ে চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করে তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুমগণের)যে কোন একজনের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْإِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম [1], প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের

---

[1] **পরস্পর বিরোধী হাদিসসমূহের মধ্যে যে হাদিস শরীফখানার উপর** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন উহাই হচ্ছে " السُّنَّةِ " (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম বলে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর কর্তৃক পালনকৃত/বাস্তবায়নকৃত " السُّنَّةِ " (আস-সুন্নাহ) বা নিয়মকে اَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রবর্তিত নিয়ম বলে । **হাদিসসমূহের মধ্যে কোনটি** اَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম তা " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুমগণ) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ (রাদিআল্লাহ আনহুমগণ) গবেষণা করে নির্ধারণ করে দিয়েছেন । তাঁদের এরূপ الْإِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ " السُّنَّةِ " (সুন্নাহ) তথা নিয়মকেই হাদিস শরীফে উল্লেখিত " فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ " তথা অনুরূপ বা সমমান ফরজ (হুকুম বা আদেশের দিক দিয়ে নয়, আমলের দিক দিয়ে কুরআন ও সুন্নার অনুরূপ বা সমমান ফরজ) বলে।
হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই- " : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال اَلْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَو سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ - سنن أبو داود (6885)، سنن إبن ماجة (53) অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইল্ম বা জ্ঞান তিনটি (তিন প্রকার) ।এ ব্যাতিত যা আছে তা অতিরিক্ত ।
১. آيَةٌ مُحْكَمَةٌ (আয়াতুন মুহকামাতুন) তথা সুদৃঢ় বা পরস্পর বিরোধমুক্ত আয়াত,
২. سُنَّةٌ قَائِمَةٌ (সুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রবর্তিত নিয়ম,
৩. فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ (ফারিদাতুন আ'দিলাতুন) তথা অনুরূপ বা সমমান ফরজ । সুনানে আবু দাউদ শরীফ , হাদিস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৩।)

হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হলেই তিনি আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম হবেন ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা"সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(চতুর্থ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কালের) অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মুসলিম মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট সনদধারী মুমিন-মুসলিম হতে হলে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় দায়িত্ব হল তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কত জন মুসলিম আলিম মনীষী ছিলেন এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ কোথায় রয়েছে তা অনুসন্ধান করে, খোঁজে বের করে সংগ্রহ করা ও তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْإِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া ।
(তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা>পৃষ্ঠা নং-২৯৫ দ্রষ্টব্য) ।
কারণ, " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষগণ হচ্ছেন "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(চতুর্থ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কালের)অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তাআ'লার রাসুল আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য মানদন্ড, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুমগণ) হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের জন্য মানদন্ড আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) জন্য মানদন্ড এবং" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহ আনহুমগণকে),তাবেঈ ওতাবে'-তাবেঈনগণকে (রাদিআল্লাহ আনহুমগণকে) সম্মাণ করার বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে । তম্মধ্যে নিম্নে একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।
হাদিস শরীফখানা এই
عن عمر بن الخطاب :ذكر رسول الله الله صلي الله عليه وسلم ثم قال لهم "إن يد الله علي الجماعة والفذ مع الشيطان و إن الحق أصل في الجنة و أن الباطل أصل في النار، ألا, إن أصحابي خياركم فأكرموهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب والهرج"(6405) في المعجم الاوسط للطبراني.
অর্থঃ-ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনুগ্রহ " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির উপর । একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে । সাবধান ! নিশ্চয়ই আমার সাহাবাগণ হচ্ছে তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যার ও হারজ তথা খুনাখুনির প্রকাশ পাবে । আল-মু'জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫ ।
উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে যে সম্মাণ প্রদর্শনের কথাটি এসেছে সেই সম্মাণ প্রদর্শনের পদ্ধতিটির

ব্যাখ্যা হচ্ছে " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কোন মুসলিম মানুষের বিপক্ষে না থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা না বলা, তাঁদের দূর্নাম না করা, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ না করা, বিরোধিতা না করা, ছিদ্রানেষণ না করা ও সমালোচনা না করা ইত্যাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْإِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া ।